যথাস্থানে এখন বিশ্রাম হো'ক্।"
হেন অবসরে প্রমদার প্রতি দূতের দু-চোক
তীরের মতন
হইল পতন ;
রাহু-চক্ষে প'ল যেন চাঁদের আলোক ॥ ১৩৯ ॥

সেই দণ্ডে নয়ন-সলিলে ভাসি'
প্রমদা-চপলা প'ল নৃপের চরণ-তলে আসি'।
বলে "অনাথারে
অকূল পাথারে
ভাসায়্যো না [illegible] রাজন্, রাজ-ধর্ম্ম নাশি'।" ১৪০ ॥

নরপতি করিল অভয় [illegible],
"কূলে আসিয়াছ তুমি, শান্ত কর তাপিত পরাণ।
কোকিল-গলায়
মন যে গলায়,
তাহারে যে দুঃখ দেয় কে হেন পাষাণ!" ॥ ১৪১ ॥

রাজদূত বলিল "শুন' রাজন্!
শুন' গো তোমরা-সবে, আছ হেতা যত সভাজন!
এই সূত্রে যদি
বহে রক্ত-নদী,
আমি তবে হইব না দোষের ভাজন ॥"১৪২ ॥

বীররস বলি'-উঠে "শুনিলাম !
বল' যাও তোমার ভূপেরে, যদি চাহেন সঙ্গ্রাম,
কোটি উগ্র শর
হ'বে অগ্রসর !
বহুদিন শুনি নাই সমরের নাম ! ॥ ১৪৩ ॥

হৃষ্ট হইলাম শুনি' তোমা-কাছে !
এখন বিদায় মাগি' যাও ; যাইতেছে পাছে পাছে
কালান্তক যম !
কহিলে উত্তম—
কপোতীটি যা'ক্ দে[illegible]-বিহঙ্গের গাছে ! ॥ ১৪৪ ॥

কূল পা'ক্ ন[illegible]া গজের পদে !
ভয়ে কাঁপে যে হরিণী ধনুকের টঙ্কার-শবদে,
ব্যাধের সম্মুখে
বিচরুক্ সুখে !
এই কথা শুনাইছ রাজ-সভাসদে !" ॥ ১৪৫ ॥

দূত বলে "ছিল যাহা বলিবার,
বলিয়াছি ; তাহার অধিক আর নাহি অধিকার !"
ভূপ বলে "সখ্য
করিয়াছ লক্ষ ?
ঝঞ্ঝার পূরব-ক্ষণে মেঘের সঞ্চার !" ॥ ১৪৬ ॥

সখ্য বলে "গোপনীয় কথা আছে ;
এখনি বলিতে হ'ল, সঙ্গ্রামে বিরত হও পাছে।"
নৃপ কহে তায়
"যাহা প্রাণ চায়,
মুক্ত কণ্ঠে বল' তাহা বয়স্যের কাছে॥" ১৪৭ ॥

সখ্য বলে "এনেছি আদেশ-পত্র ;
যৌব-রাজ্য কর' ভোগ সঙ্গে লয়ে সকল কলত্র,
রণে লভি' জয় ;"
নরপতি কয়
"ভৎসনা কোথায়—কোথা সিংহাসন-ছত্র !" ॥১৪৮॥

পত্র পড়ি' বলে ভূপ সংগোপনে
"পিতা মোরে করিবেন এত দয়া নাহি ছিল মনে !
আসিতেছে সৈন্য
নিবারিতে দৈন্য,
আসিতেছে মৈত্র-দেব অনুরাগ-সনে ॥ ১৪৯ ॥

উড়াইছে নিশান উল্লাস-হর্ষ !
আসিতেছে স্বাস্থ্য দাক্ষ্য কৌশল, সমর-দুর্দ্ধর্ষ !
একা বীর-রস
সহস্রেক দশ !
উঠি এ'স বীররস আছে পরামর্শ॥" ১৫০ ॥

ভৃত্য-গণে বলে ভূপ "প্রমদায়
অন্তঃপুরে লয়ে-যাও" এত বলি' গেল মন্ত্রণায়
বীর-সখ্য-সনে ;
এই কু-লগনে
জন-দশ ছদ্ম-বেশী পশিল সভায় ॥ ১৫১ ॥

নৃপ-সাথে গেল যেই বীররস ;
ছদ্ম-বেশী দৈত্য-গণ, বক্ষে সেই বাঁধিয়া সাহস,
প্রমদারে ধরি'
লয়ে-গেল হরি' ;
আর্ত্ত-নাদে যুবতী জাগায় দিক্‌দশ ॥ ১৫২ ॥

এমনি, সাধিল কাজ, দ্রুতবেগে,
সভা-শুদ্ধ যত লোক নিজ নিজ প্রাণের উদ্বেগে
আড়ষ্ট হইয়া
রহিল চাহিয়া !
কপোতী লইয়া শ্যেন লুকাইল মেঘে ॥ ১৫৩ ॥

"ধর্ ধর্ মার্ মার্" শব্দ উঠে ;
এলো-কেশে এলো-বেশে চারিদিকে পদাতিক ছুটে।
দণ্ড দুই তরে
রাজ-সভা ঘরে
তরাসে কাহারো মুখে কথা নাহি ফুটে ॥ ১৫৪ ॥

কবি ভাবে "সে গেল মরমে বধি',
আবার কি হ'ল দেখ' ! বিপদের নাহিক অবধি !
ভবে, কোন ঠাঁই,
শান্তি-সুখ নাই !
কল্পনারে না পাইলে পশিব জলধি !" ॥ ১৫৫ ॥

হেন ভাবি' নৃপের সমীপে গিয়া
বিদায় মাগিল কবি ; সখ্য কহে "কিসের লাগিয়া
উচাটন-মতি !"
বলে নরপতি
"এ রাত্রে তোমায় দিব কোথায় ছাড়িয়া ॥" ১৫৬ ॥

কবি কহে বিরস-বদন করি',
ক্ষম' আজি আমায়, প্রমোদ-রায়, করুণা বিতরি' ;
জীবনের মত
আছি অনুগত ;
আমায় বিদায় দেও আজিকে-শর্ব্বরী ॥" ১৫৭ ॥

এত শুনি' কহিল প্রমোদ-রায়,
"নিতান্তই হইলে নির্দয় যদি, তবে নিরুপায় !
সখ্য-নিদর্শন
করহ গ্রহণ ;"
এত বলি' কবিবরে অঙ্গুরী পরায় ॥ ১৫৮ ॥

কবিবর প্রমোদেরে অভিবাদি'
যখন চলিয়া যায়, সখ্যরস হ'ল প্রতিবাদী।
হয়ে অনুগামী
বলে হিতকামী,
"আমি যে নৃপের কাছে হ'ব অপরাধী!" ॥ ১৫৯ ॥

সভা-ভঙ্গে যখন বিলাস-পুরী
হইয়াছে প্রশান্ত ; যখন দিব্য পূর্ণিমা-মাধুরি
বিপিন ছায়ায়
ঢালিয়াছে কায় ;
সখা-দোঁহে আইল বিনোদ-বনে উরি' ॥ ১৬০ ॥

বিনোদ-অটবী, ভ্রমিতেছে কবি,
মলয়ের সমীরণ মনানলে ঢালিতেছে হবি।
এ ফুল ও ফুল
করিয়া নির্ম্মূল,
ধরায় ছড়ায় শেষে আরাম না লভি' ॥ ১৬১ ॥

নিশ্বাস ছাড়িয়া বক্ষে দিল হাত,
পঞ্চবাণ যথায় দিয়াছে করি' গভীর নিখাত।
প্রিয়া-লাগি হিয়া
উঠে ব্যাকুলিয়া
কেমনে কোথায় তা'র পাইব সাক্ষাৎ ॥ ১৬২ ॥

একান্ত হইয়া কবি অসহায়,
নিকুঞ্জের আড়ালে বসিল-গিয়া করি' হায় হায়।
চৌদিকে অটবী
কুসুম-সুরভি ;
প্রাণ কিন্তু চাহে যা'রে সে নাহি সেথায় ॥ ১৬৩ ॥

বলে কবি "অরণ্যে এখন কাঁদ্‌!
কল্পনা-কুপিতা-নদী না মানিল পীরিতির বাঁধ!
হায়! কি কুক্ষণে
লালসার সনে
দেখা হ'ল! হাতে যেন আনি' দিল চাঁদ ॥ ১৬৪ ॥

কল্পনারে, সখ্যরস, জান ত হে!
লতা আর তরু সম এক-সঙ্গে বাড়িয়াছি দোঁহে!
দেখ' প্রিয়ে আসি'——
দোষ রাশি রাশি
প্রক্ষালিয়া-ফেলি, দেখ', নয়নের লোহে! ॥ ১৬৫ ॥

না লালসা আমার, না আমি তা'র!
সে গাইল, আমি দিনু ফুল-মালা, শোধ গেল ধার!
সাজাইব তোরে
প্রেম-ফুল-ডোরে!
বধিস্‌নে আমায়, দেখা দে এক বার ॥ ১৬৬ ॥

কল্পনা! বিলম্ব করিও না আর! এ'স ত্বরা করি'!
যাহার যা', তাহা লয়ে থাকুক, আমরা চল' সরি!
চল' চল' যাই মোরা একটি সুরম্য বন-মাঝে,
সকলি সরল যথা, সকলি পরের মন বুঝে, ১৬৭

দেখিতে না পারে দুঃখ কাহারো——অতীব বোধবান্
বনস্পতি ওষধি সরিৎ সিন্ধু প্রস্তর পাষাণ!
আমরা যখন যা'ব বন-সামিয়ানা-তল দিয়া,
সম্মুখে হরিণ আসি' দঁাড়াইবে ঘাড় উঁচাইয়া, ১৬৮

শ্যাম উতপল-আঁখি নিপাতিয়া জিজ্ঞাসা-মানসে;
আমরা বলিব 'ভয় নাই মৃগ বেড়াও হরষে!
তোরা-সবে যেমন বন-বিহারী, আমরা তেমতি;
বন্ধু বলি' লয়ে-যা যেখানে তোর সাধের বসতি॥' ১৬৯॥

ঠাহরিয়া ক্ষণ-কাল স্থির র'বে হরিণ-শাবক;
শাখা-যুত দুই শৃঙ্গ, দোঁহে মোরা করিব আটক।
ছাড়াইতে শৃঙ্গ-দুই, হরিণ-শাবক রহি' রহি'
বাঁকাইবে ঘাড় মনোহর নাটে, উপদ্রব সহি'॥ ১৭০॥

বলিব তাহারে 'অগ্রে অগ্রে যাও পথ দেখাইয়া;'
যেখানে যে'তেছি মোরা পাখী-সব উঠিছে গাইয়া,
গুঞ্জরিয়া অলি, মুখ-পদ্মে তব পড়িছে টলিয়া!
আর নারি সখ্যরস——উঠিয়াছে আগুণ জ্বলিয়া! ১৭১॥

কেনই বা কাঁদিতেছি এত করি'!
বন্ধু-জনে কষ্ট আর দিব না, একেলা আমি মরি!"
বলি' দ্রুত-গতি
উঠে ছন্ন-মতি,
ধরি' রাখে সখ্যরস স্তব-স্তুতি করি' ॥ ১৭২ ॥

প্রমত্ত বারণ কি বারণ শুনে?
অবোধেরে বাঁধিতে কি পারা-যায় প্রবোধের গুণে?
হায় রে প্রবোধ!
এই তোর বোধ—
বসনে বাঁধিতে চা'স জ্বলন্ত আগুনে! ১৭৩ ॥

কহে কবি "ঘর-দ্বার তেয়াগিয়া,
বনে চলিলাম আমি তোমা-কাছে বিদায় মাগিয়া!"
এত বলি' বাণী
শান্তি নাহি মানি'
বাণবিদ্ধ মৃগ-সম চলিল ভাগিয়া! ॥ ১৭৪ ॥

এক রোখে কবিবর চলিয়াছে!
থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার যায়, বাধা পে'লে পাছে।
সখ্য ডাকে তায়
"কোথায় কোথায়!"
কথায় যে দিবে কাণ, সে কি আর আছে! ॥ ১৭৫ ॥

মনোমাঝে জাগিছে বিধু-বয়ান!
চলিছে যে কবিবর, করিছে সে তাহারি ধেয়ান!
প্রমোদ-রাজার
যেই অধিকার,
লঙ্ঘিয়া তাহার সীমা করিল প্রয়াণ ॥ ১৭৬ ॥

আচম্বিতে থামিল ঝিল্লির রব!
নিস্পন্দ হইল বায়ু, কি যেন করিয়া অনুভব!
তমোময় দ্রুম,
নিঃশব্দ নিঝুম,
হেলা-দোলা ক্ষান্ত-দিয়া স্থির রহে সব ॥ ১৭৭ ॥

ব্যাকুলিয়া-উঠিল কবির চিত্ত;
ক্ষণকাল বুঝিতে-নারিল কবি, কেন কি-নিমিত্ত!
অরণ্য ঘোরালো,
হয়্যে-উঠে আলো,
নিশি না পোহা'তে যেন উঠিল আদিত্য! ॥ ১৭৮

দেখে কবি সম্মুখে, অবাক্ মানি',
জ্যোতির্ম্ময়ী মুরতি! সাক্ষাৎ যেন ত্রিদেবের রাণী
দাঁড়াইল আসি'
অন্ধকার নাশি'!
নাম তাঁর চেতনা, কহেন দৈব-বাণী ॥ ১৭৯ ॥

কহে দেবী "এ হেন বিজন স্থানে
ফিরিতেছ কে তুমি এমন করি', ভয় নাই প্রাণে !
রবি যে কেমন
জানে না এ বন,
দিনমানে ডাকে শিবা রাত্রি-অনুমানে ॥ ১৮০ ॥

দেখিয়াও তবু কি দেখিতেছ না !
বিষাদ-অরণ্যে আর কিছু নাই কেবলি শোচনা !
এই রাত্রি-বেলা
চল্যেছ একেলা,
পাতালে হ'তেছে গতি নাহি বিবেচনা !" ॥ ১৮১ ॥

নমি' কবি চেতনা-দেবীর পায়
জিজ্ঞাসিবে যেমন "এখন মোর কি হ'বে উপায় !"
দেখিল অমনি
নাহি সে রমণী,
ভাবে "কা'রে দেখিলাম ! গেল সে কোথায় !"॥১৮২॥

ঘনাইয়া অমনি বন-আঁধার,
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশদিক্ করি' একাকার ।
শাখা ঠেকে গায়ে,
বাধা লাগে পায়ে,
বিষম ঠোকর খায়, পথ-চলা ভার ॥ ১৮৩ ॥

ডাকিলে সাড়া-দিবার নাহি লোক!
নিশ্বাসিয়া-উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক!
দারুণ ব্যাপার!
অরণ্য অপার
শাখা-বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোক॥ ১৮৪॥

কভু বাদুড়ের পাখা
ঝাপটি' তরু-শাখা
গতি করিয়া বাঁকা
ব্যজিয়া যায়।
কভু বা বন-বিড়াল
বাহিয়া-উঠি' ডাল
লয়ে লুটের মাল
লাফায় গায়॥ ১৮৫॥

গরজন সুবিকট
হইল সন্নিকট,
গো-মৃগ ঝট্ পট্
খুঁজে আড়াল।
কখনো বা ঝোপ-ঝাড়
করিয়া তোড়-পাড়
পলায় দুদ্দাড়
মৃগের পাল॥ ১৮৬॥

চতুর্থ সর্গ।

বিষাদ-পুর প্রয়াণ।

করিয়া জয়
মহা-প্রলয়,
বাজিয়া-উঠিল বাজনা নানা।
তাল-বেতাল
দিতেছে তাল,
ধেই ধেই নাচে পিশাচ-দানা॥
গাধায় চড়ি'
লাগায় ছড়ি
অদ্‌ভুত-রস কিম্পুরুষ।
দুটি-অধরে
হাসি না ধরে,
লম্ব-উদর বেঁটে-মানুষ॥ ১॥

বিড়াল-আঁখি
আড়াল থাকি'
পলকে পলকে ঝলক্ মারে।
ছোট' ভু-খানি
চরণ-পাণি,

তাহা সে গাধা-টি বুঝিতে পারে ॥
চল্যেছে গাধা,
না মানে বাধা,
সোয়ার পড়িয়া ভুঁয়ে লুটায়।
পেতিনী-মাসি
ঈষৎ হাসি'
"মরি মরি" বলি' ধরি'-উঠায় ॥ ২ ॥

কবি যথায়,
এ'ল তথায়,
নাচিতে নাচিতে ভঙ্গি-ভরে!
কতই ভাণে
এ ও'র পানে
হাসিয়া হাসিয়া ইঙ্গিত করে ॥
কবির কাছে
দ্বিগুণ নাচে,
বাজনায় করে কাণ-জখম।
তাল ফোটায়,
জ্ঞান ছোটায়,
হাব ভাব করে কত রকম ॥ ৩ ॥

ক্ষণেক ধরি
এমনি করি'

কে কোথায় সবে সরিয়া-পড়ে!
অমনি সব
হ'ল-নীরব,
লতা-টি পাতা-টি না নড়ে-চড়ে॥
অবাক্-ছবি
দাঁড়ায় কবি,
কখন্ কি হয় ভাবি' আকুল।
আতঙ্ক-ভরে
অঙ্গ শিহরে,
কাঁটা-দিয়া-উঠে মাথার চুল॥ ৪॥

সম্মুখে দেখিল কবি তাকাইয়া,
মহাকায় আঁধার-মুরতি দুই, আছে দাঁড়াইয়া।
হাতে লাঠি-গাচ
যেন তাল-গাছ,
উচ্চে উঠিয়াছে শির বন ছাড়াইয়া॥ ৫॥

কবির পরাণ আর নাই ধড়ে,
দাঁতে দাঁতে উরতে উরতে ঠেকে, ঘুরিয়া বা পড়ে।
দাঁড়াইয়া-রয়
সে যেন সে নয়!
ইচ্ছা পলাইতে কিন্তু না নড়ে না চড়ে॥ ৬॥

কে কখন্ ধরিল তা' জানিল না।
ভাবে মাত্র জানিল, ধরে-নি হাত প্রেয়সী-ললনা!
চক্ষু রাঙাইয়া,
মূর্চ্ছা ভাঙাইয়া,
"দাঁড়াও" বলিল হাঁকি' দানব-দুজনা॥ ৭॥

মানবের আস্পরধা এত বড়—
আধি-ব্যাধি-দানবে লঙ্ঘিয়া যায়! যদি নড়' চড়'
পা'বে যমলোক!
কা'র তুমি লোক
সত্য কহ!" কবিবর ভয়ে জড়-সড়॥ ৮॥

কবি কহে "কারো আমি লোক নই!
এদেশে আজিকে-মাত্র এসেছি, কভু না মিথ্যা কই!
কবি মোর নাম,
দেব-পুরে ধাম,
আর কিছু জানি না কবিত্ব-রস বই॥ ৯॥

ব্যাধি বলে রক্ত বর্ণ করি' চোক,
"সত্য কও, হও কিম্বা নও তুমি প্রমোদের লোক!"
এত বলি' বাণী,
হেঁচকিয়া টানি'
কবিবরে দেখাইল অন্ধকার-লোক॥ ১০॥

ব্যাধিরে কহিল আধি "রহ রহ !"
কবিরে কহিল "যদি বাঁচিবে যথার্থ-কথা কহ !"
কবিবর কয়
"বিচারে যা' হয়
শিরে করি' ল'ব তাই, কর্য়ো না নিগ্রহ ॥ ১১ ॥

নিরদোষী পথিক-জনেরে বধি'
তোমা-হেন শূর-বীর-জনের বাসনা পূরে যদি,
তবে তাই হো'ক!
মা-বাপের শোক
বাড়বাগ্নি-সমান জ্বলুক্ নিরবধি ॥" ১২ ॥

আধি কহে "ক্ষীণ-জীবী নরাধম
এ'রে যমালয়ে দিলে উপহাস ঠাহরিবে যম ।
তা'তে কাজ নাই !
ভূপতির ঠাঁই
লয়্যে চল !" ব্যাধি বলে "সেই যে উত্তম ॥" ১৩॥

পুনরায় আইল অদ্ভুত-দল ;
"সঙ্গে যা'ব আমরা" বলিয়া সবে হাসিয়া বিহ্বল ।
দূরে প্রেত যক্ষ
করে ঘোর লক্ষ,
নিকটে দেখায় যেন তরুটা কেবল ॥ ১৪ ॥

ঝুপ্‌সি-ঝাপ্‌সি বন-আবডালে,
হাপুসি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভর-দিয়া ডালে।
কিম্ভূত আকার,
অতি চমৎকার,
প্রকাশ-পাইয়া উঠে, জোনাক্‌-মসালে ॥ ১৫ ॥

মানুষ কি জানোয়ার বুঝা ভার,
দুই ভাই দেখা-দিল সম্মুখে, কিম্ভূত, কিমাকার।
ওষ্ঠ-মাস ঠেলি'
দন্ত আছে মেলি' ;
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখ-ধার ॥ ১৬ ॥

ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্র, চমৎকার!
খরতর চাহনিতে হানিতেছে যেন তলবার!
"বাহবা" বলিয়া
জীহবা মেলিয়া,
হাত ধরিবারে যায় আকুল জনার ॥ ১৭ ॥

"দূরে যাও" বলিয়া বিশাল শাল
ওঁচাইল আধি-ব্যাধি-দানব, সাক্ষাৎ যেন কাল।
করি' ঘোর রব
ভাগে উপদ্রব ;
বন্দি লয়ে চলে দুই বন-দ্বার-পাল ॥ ১৮ ॥

লোকালয়ে উত্তরিল কোন মতে ;
যেথা-সেথা ভাঙা ঘর-দালান, নয়ন-মন ব্যথে।
গৃধিনী শৃগাল
চরে পালে-পাল,
গোরু মনুষ্য, কোথাও, দেখা না যায় পথে ॥ ১৯ ॥

দেখা-দিল অদূরে বিষাদ-পুর ;
ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া-উঠে শ্মশান-কুকুর।
আয়ু করি' ক্ষয়
দুষ্ট-বায়ু বয়,
দুঃসময় যেমন তেমনি তারাতুর ॥ ২০ ॥

'কে এল আবার' বলি' কষ্টে উঠি'
জ্বর-রোগী দাঁড়ায়, দুই-কপাটে দিয়া হস্ত-মুঠি।
গিয়া পুনরায়
পড়ে বিছানায়,
প্রলাপে কত কি বকে দন্ত ছরকুটি' ॥ ২১ ॥

ডাকি-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে ;
আ উ হা হু শব্দ করি রোগী-সবে শয্যা-ময় ঘোরে।
পড়িয়া বিপাকে
বাপ-মায়ে ডাকে ;
ধড়-ফড় করে প্রাণ, দুঃস্বপ্ন এক ভোরে ॥ ২২ ॥

রাত্রি আর কমে না, কেবলি বাড়ে!
ভোগীর এড়ায় হাত, রোগীর চাপিয়া-বসে ঘাড়ে!
দেখিলে দুর্ব্বল
কে না করে বল!
বলবান্ নিরখিলে কে না পথ ছাড়ে! ॥ ২৩ ॥

দেখা-দিল অট্টালিকা মহাকায়;
পার্শ্ব পড়িতেছে ভাঙি', উচ্চ শিরে মহত্ত্ব শিখায়!
ভাঙা জানালায়
বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল পেঁচক থামের মাথায় ॥ ২৪ ॥

আঁধারিয়া আছয়ে বন-বাদাড়;
আবুড়া-খাবুড়া ভূমি, পগারে উগারে বাঁশ-ঝাড়।
নানা খানা খন্দ
করে পথ বন্ধ,
দেখিলেই মনে-হয় দেশটি উজাড় ॥ ২৫ ॥

ফাটকের দক্ষিণ কবাট ভগ্ন,
বামের কপাট-ভায় একখানি কবজায় লগ্ন।
ভূতের চেহারা
দিতেছে পাহারা,
ক্ষীণ দেহ, চক্ষু দুটি কোটরে নিমগ্ন ॥ ২৬ ॥

দৃক্-পাত না করিয়া দ্বার-পালে,
কবিবরে পুরিল দানব-দোঁহে রাজ-সভা-শালে।
অদ্ভুতের দল
হাসি' খল্ খল্,
ছটকিয়া-পড়িল পাঁদাড়ে বিলে খালে ॥ ২৭ ॥

হাঁ করিয়া আছয়ে প্রকাণ্ড ঘর ;
জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, থামান' দুষ্কর !
দীপালোকে তায়
অর্দ্ধ দেখা যায়
ভাঙা এক সিংহাসন ধূলায় ধূসর ॥ ২৮ ॥

ছড়ি-ভঙ্গি পড়ি'-আছে খান-কত
উঁচা-উঁচা কাষ্ঠাসন, তিনকাল যাহার বিগত।
বসিলেই পরে
নড়্ নড়্ করে,
শূন্য সব ঘর-দ্বার শ্মশানের মত ॥ ২৯ ॥

আইল অদ্ভুত-রস, দল-সনে ;
নেঙচিয়া চলি'-চলি' ল্যাক-দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার
ঠিক নাই তার,
বসিলেন ঠেস্ দিয়া সহাস্য-বদনে ! ৩০ ॥

বলিছে উল্লূক, "আমারি মুল্লূক!
খঞ্জনি বাজাও রে বিড়াল-ভায়া, নাচ' রে ভল্লূক।
পাখী-হয়ো এ'স,
দলে আর মেশ'!
ঘিরি' ব'স বাছা-সব, ছিরি বাহিকক্!" ॥ ৩১ ॥

মুষিকে ধরিয়া, উদরে পুরিয়া,
মন্ত্রী আসি' বসিল পেঁচক-মুখ গম্ভীর করিয়া।
কাগের খোঁচায়,
চঞ্চুটা ওঁচায়,
কাক সে অমনি ব'সে কিঞ্চিৎ সরিয়া॥ ৩২ ॥

সরিয়াই চারি-দিকে দৃষ্টি ছাড়ে;
আকারের গতিকে মানুষ ভাল, বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে।
বাম-পার্শ্বে তা'র
বক অবতার,
পাকা চালে চলেন তাকান্ আড়ে আড়ে॥ ৩৩ ॥

ব'সে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া;
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা।
ধীরে ধীরে চলি'
ঝুলাইয়া থলি
উচ্চে রহে হাড়গিলা, নাহি যায় ছোঁয়া॥ ৩৪ ॥

হেন কালে হুপ্ দাপ্ ধুপ্ ধাপ্
হইতে লাগিল সোপানের শব্দ, ভাঙিল বা ধাপ !
হুড় মুড় দাপে
বাড়ি-শুদ্ধ কাঁপে ;
হাস্য-রব উঠে যেন শিবার বিলাপ ॥ ৩৫ ॥

কাক গিয়া ডাক ছাড়ে, জানালায় ;
ছাদে গিয়া নির্বিবাদে, হাড়-গিলা থলিয়া ঝুলায়।
বক যায় খালে,
কাগাতোয়া ডালে,
থামে পেঁচা, অদ্ভুত ছুটিয়া পালায় ॥ ৩৬ ॥

হেন-কালে আইল বিষাদ-ভুপ,
হাহাহুহু-নামে খ্যাত, জাতিতে গন্ধর্ব্ব একরূপ।
উস্ক-খুস্ক কেশ
ঢিলা-ঢালা বেশ ;
চক্ষু-দুটি হইয়াছে, অন্ধকার কূপ ॥ ৩৭ ॥

যেমন প্রদেশ, তেমনি নরেশ !
সেই খেদে হা-হা-হু-হু-করিয়া, আসনে দে'ন ঠেস্।
চাহি' তা'র পরে
সচিবের প্রুরে,
বলিলেন "তুমি যেন ঠিক্ হৃষীকেশ ॥ ৩৮ ॥

বারো-মাস অনন্ত-শয্যায় লীন,
একরতি চেতন কেবল হয় বেতনের দিন!"
মন্ত্রী বলে "ভূপ,
বেতন কিরূপ
দু-চক্ষে না দেখিলাম বৎসরেক তিন॥" ৩৯॥

ভূপ বলে "সকলেই ক্ষীণ-জীবী,
তুমিই কেবল হইতেছ-দেখি মাংসের ঢিবি!
ছিলে শুধু অস্থি
হইয়াছ হস্তী;
বেতন পে'লে কি আর থাকিবে পৃথিবী?" ৪০॥

নৃপই—সে সচিব, নৃপের দোষে!
মৃত্যু-হেতু এই অজাগরে, ভূপ, দুধ দিয়া পোষে।
লোক সে ধনাঢ্য,
নাম তাঁর জাড্য;
চাপিয়া নৃপের কাঁধে কোষ-রক্ত শোষে॥ ৪১॥

বলে মন্ত্রী "মাংসের পর্ব্বত-রাজ
বলিলেও টলি না! বোঝায় ভারি হইলে জাহাজ,
টলে না বাতাসে,
চলে অনায়াসে;
স্থূল আমি যেমন, তেমনি করি কাজ॥" ৪২॥

এই বলিয়াই, তুলিলেন হাই!
কুড়ি কুড়ি অমনি পড়িল তুড়ি, ঘুড়ি' সব ঠাঁই!
নৃপ বলে "আজ
নিরখিব কাজ!"
মন্ত্রী বলে "কোন কাজ অবশিষ্ট নাই॥ ৪৩॥

কাজের নাহিক আদি, নাহি শেষ!
যত করা-যায় কাজ, তত বাড়ে, সমুদ্র-বিশেষ!
হও তুমি রুক্ষ
তাহে নাই দুঃখ!
চাহিলেই দিব আমি কাজের নিকেশ॥ ৪৪॥

গুপ্ত চর দু-জন পড়েছে ধরা;
ভূপ তুমি, তোমার উচিত হয় সুবিচার করা।"
বলে নর-পতি
"আন দ্রুতগতি;
নিজ-হস্তে এবার শাস্তিব আমি ধরা॥" ৪৫॥

ক্ষণ-পরে জটা-জূট-ভস্ম-ধারী
ভণ্ডতপ নামে এক অবধূত, ঘোর অহঙ্কারী;
সঙ্গে, হতভাগ্য
কপট-বৈরাগ্য;
আইল এ দুই জন, সবে চমৎকারি'॥ ৪৬॥

"আশিষ!" বলিল আসি' ভণ্ডতপ;
কপট-বৈরাগ্য চেলা করিতে-লাগিল মালা-জপ।
নৃপ বলে "কবে
জপ সাঙ্গ হ'বে?"
মন্ত্রী-বলে "যখন হইবে শপাশপ!" ॥ ৪৭ ॥

"রাম! রাম! রাম! রাম!" বলে ভণ্ড;
মন্ত্রী-বলে "দেখেছ ত আমায়, করিব খণ্ড খণ্ড!"
বলে ভণ্ড-তপ
"করি তপ-জপ
রাজার কল্যাণ তরে, তেঁই এই দণ্ড!" ॥ ৪৮ ॥

নরপতি বলিল "বুজিয়া চোক
জপিছ কাহার নাম? হয়ো তুমি প্রমোদের লোক
বল' 'হরি হরি'?
কোথায় প্রহরী!"
মন্ত্রী বলে "উত্তম-মধ্যম রূপে হো'ক্!" ৪৯ ॥

ভণ্ডতপে এমনি কসায় বেত,
ধ্বনি শুনি' আড়ষ্ট হইয়া-গেল যত ভূত প্রেত।
মন্ত্রী ঠারি' চোক
বলে "আরো হো'ক্!
বিশ-ত্রিশ না হইলে হইবে না চেত॥" ৫০ ॥

বলিলেন কপট-বৈরাগ্য চেলা,
"দূষিব কাহারে আমি, এ ভবের এইরূপ খেলা।"
বলে মন্ত্রীবর
"এঁরে তাঁর পর!
খেলা না ভাবেন যেন আপনার বেলা॥" ৫১॥

দম্ভ করি' বলি-'উঠে ভণ্ড-তপ
"বজ্র ঠেকাইতে-নারে কিবা ছত্র কিবা চন্দ্রাতপ!
বলিতেছি শুন'
এক দুই গুণ',
সহস্র না পের'তেই ঘুচিবে দরপ॥ ৫২॥

সিংহাসন ধুলায় ধূসর হ'বে!
পশ্চিমে উঠিবে রবি, মোর বাক্য মিথ্যা হ'বে যবে!"
কপট-বৈরাগ্য
বলিল "সৌভাগ্য
অস্ত হইবার হ'লে সকলি সম্ভবে॥" ৫৩॥

প্রহরী অমনি বলে "চুপ! চুপ!"
নৃপ বলে "ভণ্ড-দোঁহে দেখাও! দেখাও অন্ধকূপ!
তুমি গো সচিব
আছ কি সজীব?"
তন্দ্রা ভাঙি মন্ত্রী বলে "শুনিতেছি ভূপ!" ॥ ৫৪॥

কবি এতকাল, আছিল আড়াল ;
"জয় মহারাজের" বলিয়া দুই বল-দ্বার-পাল--
আধি আর ব্যাধি--
বলে "অপরাধী
এ জন, বিচারকর্ত্তা আপনি ভূপাল॥" ৫৫ ॥

মন্ত্রীবর বলিলেন "মহারাজ
পরিচয় লইতেছি ; বল' বন্দি কি তোমার কাজ
এ সকল স্থানে ?
কে তোমায় জানে ?
সত্য যদি না বল', প্রলয় হ'বে আজ !" ৫৬ ॥

কবি কহে "ভুলিয়া দিক্ বিদিক্
পশিলাম অরণ্যে ; জানি না কিছু ইহার অধিক !"
পরিহাস ছলে
মন্ত্রীবর বলে
"দুধের ছাবাল তুমি ! নিরীহ পথিক !" ॥ ৫৭ ॥

ভূপ বলে "সাবধানে কহ' কথা,
এ নহে অমর-পুর—হেতাকার স্বতন্ত্র প্রথা !"
কবি কহে "ভূপ
কহিনু স্বরূপ,
বিচারুন্ কথা মোর যথা কি অযথা ॥ ৫৮ ॥

দেহ-প্রতি কিছু যাঁর আছে স্নেহ,
পা বাড়ায় কভু কি তেমন বনে সচেতন কেহ?"
বলিলেন ভূপ
"করিছ বিদ্রূপ?
তুমি কা'র গুপ্তচর, নাহিক সন্দেহ! ॥" ৫৯ ॥

দ্বারী বলে "মুখে দিব বস্ত্র গুঁজি',
কথা উচ্চারিলে;" মন্ত্রী বলিল "তলপি দেখ' খুঁজি'।"
অন্বেষণ-ফল
মিলিল কেবল
হাতের অঙ্গুরীয়ক সাথের যা' পুঁজি ॥ ৬০ ॥

মন্ত্রী বলে "দিক্ ভুলিয়াছ বটে!
এত বলি অঙ্গুরি-টি হাতে করি', উলটে পালটে।
বলে "নাম লেখা
পষ্ট যায় দেখা!
উড়িবারে চাও তুমি আমার নিকটে! ॥ ৬১ ॥

পথিকের এমনিই-বটে সাজ!
অঙ্গুরিতে প্রমোদের নাম লেখা, দেখ' মহারাজ।
চমকিয়া উঠি'
বলে ভূপ "ত্রুটি
হইয়াছে আমার একটি কাজে আজ ॥ ৬২ ॥

ভয়ানক-রস নর-বলি দিবে;
প্রয়োজন হইয়াছে তেঁই তা'র, বিষাদের জীবে।
পাঠাইয়া বন্দি
রাখা-চাই সন্ধি;
ভয় হয় দিতে হয় পাছে বা সচিবে! ৬৩ ॥

আধি-ব্যাধি তোমরা সতর্ক হয়্যে
ভয়ানক-রসের পাতাল-দুর্গে এ'রে যাও লয়্যে।
দিবে "ভেট" বলি',
হয়্যে কৃতাঞ্জলি,
শীঘ্র যাও, সময় না যায় যেন বয়্যে!" ॥ ৬৪ ॥

এত বলি' উঠিল বিষাদ-রায়;
কবিবরে মন্ত্রিবর কহিলেন অল্প-ইসারায়
"মণির আশায়
ফণির বাসায়
যে জন বাড়ায় হাত, পরাণ হারায়!" ৬৫ ॥

পলা'বার না দেখিয়া অন্য গতি
কপটেরে বলে ভণ্ড "গুরু-প্রীতি করিস্ ভকতি!
(তপ-জপ-ধ্যান
মিছে ঘ্যান্-ঘ্যান্!)
হাসিয়া খেলিয়া তুই পাইবি মুকতি! ৬৬ ॥

মনে জানি, ভক্তি তোর অতিশয়!
চক্ষে দেখিবার শুধু অবশিষ্ট, তা' হ'লেই হয়!
তো'র আমি কাজ
নিরখিব আজ!
পরীক্ষা উত্তরিলেই, তিন লোক জয়॥" ৬৭॥

এত বলি' চেলারে টানিয়া-লয়্যে,
সচিবের কাণে কাণে আরম্ভিল, "একটুক রয়্যে
দিও মোরে দণ্ড!"
মন্ত্রী বলে "ভণ্ড!
পূর্ব্বে সাধিলাম যবে, ছিলে মৌন হয়্যে! ॥ ৬৮॥

এখন ফুটেছে মুখ! নষ্ট জীব!"
ভণ্ড বলে "চন্দ্র-শত"; "ইন্দ্র আন" বলিল সচিব—
"নেত্র সহস্রটি!"
বলে ভণ্ড জটী,
"চেলাটি আমার ইনি অতি শান্ত-শিব॥ ৬৯॥

পুত্র-সম এ'রে আমি স্নেহ-করি;
উঠিবে মোহন্ত-পদে, লীলা আমি যে-দিন সম্বরি।
এ'রে বন্দি করি'
রাখ' তুমি ধরি',
নৈবেদ্য পাঠাই আমি স্বর্ণ-থালা ভরি'॥" ৭০॥

মন্ত্রী বলে "তিনটি হাজার ঢাল' !"
ভণ্ড বলে "তথাস্তু" ; সচিব বলে "কথা অতি ভাল !
তা'র মত কাজ
শীঘ্র চাই আজ !
বন্দিরে বধিব, যদি প্রতিজ্ঞা না পাল' ॥" ৭১ ॥

দেখি' শুনি' এই সব নষ্ট-পনা,
কবির মনের কথা মনে র'ল, বাহির হ'ল না !
ভগ্ন-ঘর-বাসী
চামচিকা আসি
ঘর-ময় করিতে-লাগিল আনাগনা ॥ ৭২ ॥

সঙ্কটে পড়িল তায়, দীপ-আলো ;
অন্ধকারে আলোকে বাধিল যুদ্ধ, বিষম ঘোরালো !
পাখা-নাড়া-ঝাঁটে
পড়িয়া ঝঞ্ঝাটে,
আলোকের প্রাণ যেন ফুরা'ল ফুরা'ল ! ॥ ৭৩ ॥

আলোকেরে কাবু করি', তা'র পর
সমূলে নাশিয়া তা'রে, আঁধার জুড়িয়া-বসে ঘর।
সভাসদ্ যত
কে কোথায় গত !
"কি হয় না জানি পরে" ভাবে কবিবর ॥ ৭৪ ॥

দীপ হস্তে-করিয়া বামন-ভূত
প্রথমে পশিল ঘরে, দেখিবারে অতি অদ্ভুত!
কবি-মুখ-প্রতি
চাহি' একরতি,
উকিল যেমন দীপ, বহিল মারুত ॥ ৭৫ ॥

অমনি নিভিয়া-গেল দীপালোক!
তপত-অঙ্গার-সম আঁখি-ব্যাধি দানবের চোক
নীরব-ভাষায়
কবিরে শাসায়!
বলে যেন "খাড়া রও প্রমোদের লোক!" ৭৬॥

আঁধার-মূরতি দুই, অকাতরে,
কটির বন্ধন-বস্ত্র খুলিয়া বাঁধিল কবিবরে।
কবিবর তায়
মরম ব্যথায়
আহা-উহু করিয়া, অমনি চুপ করে ॥ ৭৭ ॥

"চুপ রও!" বলে দুই দুষ্টাচার
"এখনি বেতের চোটে শিখাইব নম্র ব্যবহার!"
দু-হাত, কবির,
ধরি', দুই বীর,
কারাগারে পুরি' তারে, রুধিল দুয়ার ॥ ৭৮ ॥

আধি-দৈত্য কপাট ধরিল দাবি’;
ব্যাধি-দৈত্য লইয়া চাবির গোছা, দিল তা’তে চাবি।
পশিয়া সেথায়,
আইল কোথায়
ঠাহরিয়া কবিবর নাহি পায় ভাবি’ ॥ ৭৯ ॥

অতি উচ্চ প্রাচীরের উচ্চ দেশে,
জানালা দেখিয়া কবি, চাহিয়া-রহিল অনিমেষে।
আলোকের পথ
খুলিয়া ঈষৎ,
জ্যোৎস্না পড়্যেছে মারা, পদ-দ্বয় এসো ॥ ৮০ ॥

ঘোলা সেই আলোক আঁধার-গোলা;
কষ্টে-সৃষ্টে নিরখিয়া, চলে কবি হয়্যে দিক্-ভোলা।
স্বভাব-চপল
মূষিক-সকল
গায়ে লাফাইয়া-উঠে, লাঙ্গূল-তোলা ॥ ৮১ ॥

গুরু হৈল অন্ধকার, ভয়-ভারে।
বসি’-পড়ে কবিবর শিরে হাত দিয়া একেবারে!
ফুটি’-উঠে বাণী
“মরিব তা’ জানি,
দেখিতে নারিনু হায় প্রাণ-প্রতিমারে!” ॥ ৮২ ॥

উল্কা-হস্তে আধি দিল দরশন,
আচম্বিতে কবির নয়নে করি' আলো-বরিষণ।
জটিল-মস্তক,
অতি ভয়ানক,
চাহনি মরম-ভেদী, লোম-হরষণ ॥ ৮৩ ॥

ব্যাধি-দৈত্য আইল ক্ষণেক পরে,
পলাবার উদ্যোগ করিল কবি পরাণের ডরে।
"উঠ' চল" বলি'
দৈত্য মহাবলী
ধরিল কবির হাত, লৌহ-দলা করে ॥ ৮৪ ॥

ভীষণ সে পথ, যা'র মধ্য দিয়া
কবিবরে ধরিয়া লইয়া-চলে অর্দ্ধেক বধিয়া!
আশা-ভরষায়
করিয়া বিদায়,
ক্রমে ক্রমে গেছে পথ পাতালে সেঁধিয়া ॥ ৮৫ ॥

লয়ে-চলে কবিরে সাক্ষাৎ কাল
ব্যাধি-রূপী; আধি চলে আগে-আগে ধরিয়া মশাল।
পাশে এইরূপে
ঘোর অন্ধকূপে;
ক্রমে ক্রমে গওভর হইল বিশাল ॥ ৮৬ ॥

জন্তু কত রূপ, বিকট বিরূপ,
প্রকাণ্ড গুহার হেতা-হোতা বসি', করি' আছে চুপ;
কোথাও কুম্ভীর
হইয়া গম্ভীর,
একান্তে চাহিয়া আছে শিকার-লোলুপ॥ ৮৭॥

বড় বড় বাদুড় কোথাও ঝুলে;
ব্যাঘ্র-জিনি কোথাও কালো বিড়াল, গরজিয়া ফুলে।
কোথাও বা রোষে
কাল-সর্প ফোঁসে;
হস্তি-কায় ভেক তায়, দুয়ার আগুলে॥ ৮৮॥

দেখি' দানা দুটারে, যেমন, ক্ষোভ;
কবিবরে দেখিয়া, তেমনি হয় তা'-সবার লোভ।
আধি-ব্যাধি-পাকে
সহ্য করি' থাকে,
ফণী রহে ফণা ধরি', নাহি মারে ছোব॥ ৮৯॥

সামনে জন্তুরা সবে পথ ছাড়ে;
আশে-পাশে তরজন-গরজনে, লাঙ্গূল আছাড়ে।
শ্লেষ্মাতুর বায়ু
হ্রাস করে আয়ু;
নাবে যত কবিবর, কাঁপে তত জাড়ে॥ ৯০॥

চলে কবি বিষম সঙ্কটে পড়ি';
কত শত ভীষণ মূরতি দেখি' কত মনে গড়ি',
যেমনি চমকে—
দৈত্যের ধমকে
রসাতল দিয়া-উঠে হুঙ্কার দাবড়ি॥ ৯১॥

পঞ্চম সর্গ।

রসাতল-প্রয়াণ।

গম্ভীর পাতাল! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় ১
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল!
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক্!
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল!
দেখে যদি মর্ত্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর ২
আসে ফিরে্য! আপাদ-মস্তক ঘুরি', টলিয়া চরণ,
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমো-গর্ত্তে কোথা তলাইয়া যায়, কে করে নির্দ্দেশ!
দল-বল একত্র করিছে হেতা পাতাল-নরেশ॥ ৩॥

কবির সর্ব্বাঙ্গ উঠে শিহরিয়া,
ভয়ানক-রসের দারুণ-কাণ্ড চক্ষে নেহারিয়া।
যত [illegible]োকার
বিকট আকার,
জড়' হইয়াছে সব আঁধার করিয়া ॥ ৪ ॥

অত্যাচার-পিশাচ আছেন হেতা ;
আছে মারী-নিশাচরী, দুর্ভিক্ষ অসুর-দল-নেতা।
দ্বেষ-হিংসা দানা,
দৈত্য আর নানা ;
প্রতি-জন ভাবে "আমি ত্রিভুবন-জেতা" ॥ ৫ ॥

ভয়ানক, মাতি-উঠে রণোৎসবে,
বলে "বিলাসের আজি দুই অস্থি একত্র না র'বে!"
দৈত্য, পালে-পাল,
খুলি' তরবাল,
অমনি বলিয়া-উঠে ভয়ঙ্কর রবে ॥ ৬ ॥

"এই তরবাল, প্রমোদের কাল!"
এত বলি' কোটি দৈত্য ওঁচাইয়া ঢাল-তরবাল,
ছাড়ে সিংহনাদ,—
পাতালের বাঁধ
ভাঙিয়া বা পড়ে খসি', এমনি করাল! ॥ ৭ ॥

মারী কহে "আমি ভয়ঙ্করী-নারী!
সজনে বিজন করি, পাইলে মুহূর্ত্ত দুই চারি!
চিতা-কুণ্ড জ্বালি'
মেদ-মজ্জা ঢালি',
করি যে কেমন হোম, জানে বজ্রধারী! ॥ ৮ ॥

ধিক্ দেবরাজে, ধিক্ তার বাজে!
দেবতা-সভায় মুখ-দেখায় না জানি কোন্ লাজে!"
বলে দুরভিক্ষ
"না রাখিব বৃক্ষ,
না পত্র না তৃণ এক, সসাগরা-মাঝে! ॥ ৯ ॥

গগনের বাছারা পা'বেন টের!
বজ্রে তাঁরা বড় পটু! বজ্র-নাদ শুনা আছে ঢের!
জগতের শস্য
করি আগে নস্য!
বীর্য্য দেখা যা'বে পরে বজ্র-ধরেদের ॥ ১০ ॥

অন্ন-বিনা স্বর্ন-রূপ মাটি হ'বে!
শ্রমীর লাগিবে ভ্রমি! শিল্প-কাজ গল্প হয়ে র'বে!
প্রজা-নরপাল
হানিবে কপাল!
স্বর্গ-মর্ত্ত্য জ্বলি'-যা'বে, হাহাকার-রবে॥" ১১ ॥

অত্যাচার বলে "এই তলবার
কোষে থাকিয়াই শোষে রুধির, এমনি দুর্নিবার!
এ যখন, শিং
করেছে বাহির,
পৃথিবী করিবে আজি রক্ত-পারাবার ॥ ১২ ॥

করিয়াছি যখন সমর-সজ্জা,
পিশাচ খাওয়া'ব আজি, শুষি'-আনি' বিলাসের মজ্জা!
প্রমদা-যুবতী
কেমন সে সতী
দেখিব! দেখিব আজি কোথা রহে লজ্জা!" ॥১৩॥

দ্বেষ বলে "একবার এই হাতে
পাই যদি প্রমোদেরে, চিবাই তাহারে আমি দাঁতে।
আছে সে কোথায়!
বড় সাধ যায়
মুকুট খসাই তা'র দুই পদাঘাতে! ১৪ ॥

ইঙ্গিত করিলে হয় দৈত্যরাজ,
ছার খার করিব বিলাস-পুরী এই দণ্ডে আজ!
রাজদর্প নাশি'
রাণী-সবে দাসী
না যদি করিতে পারি, নামে নাই কাজ ॥" ১৫ ॥

হিংসা বলে "শোন্ রে প্রমোদ-ভূপ !
তোর পৃষ্ঠে খনিবে এ মোর ছুরি রুধিরের কূপ !
তোর ভদ্রাসনে
দিব হুতাশনে !
বিষ মিশাইয়া তোরে খাওয়াইব সূপ ॥ ১৬ ॥

তো-সবারে সবংশে নিপাত করি',
প্রেত-ভূমি করিব আজিকে আমি বিলাস-নগরী।
বড় বড় লোক
ভরে মোর চোক !
ধূমকেতু দেখে মোরে দ্বারের প্রহরী ! ॥ ১৭ ॥

বড় সাজাইছ ফুল, থরে থরে !
রসনা নাড়িছে ফণী, লুকাইয়া তাহার ভিতরে !
ছুরি-খানি মাত্র
পরশিবে গাত্র,
বিলাস ঘুচিবে আর, জনমের তরে !" ॥ ১৮ ॥

বিষাদের দৈত্য-দুই মহাবলী
ভয়ানক-রসে নিবেদিল ভেট, হয়্যে কৃতাঞ্জলি।
হেন কার্য্য সাধি'
আধি আর ব্যাধি
প্রণমিয়া ভূপেরে, স্বস্থানে [illegible] চলি' ॥ [illegible] ॥

ভয়ানক, কাঁপাইয়া কবিবরে,
মুখ-পানে তাকাইল ক্ষণেক ; বলিল তা'র পরে,
"কোথা পুরোহিত !"
হায় সশঙ্কিত
পুরোহিত দাঁড়ায় কম্পিত কলেবরে ! ॥ ২০ ॥

পুরোহিতে বলে ভয়ানক-রস
"চামুণ্ডা-দেবীরে আহবান কর', মন্ত্রে করি' বশ।
নর-বলি-দান
কর সমাধান ;
সমরে অমর হই, এ মোর মানস ॥" ২১ ॥

"তথাস্তু" বলিয়া এক কাপালিক
কোথা হৈতে আসি' উপস্থিত হ'ল ! অযুত-অধিক
দানব দুর্দান্ত
গর্ব্বে দিয়া ক্ষান্ত,
পথ ছাড়ি' দিল তারে', স্তব্ধ হ'ল দিক্ ! ২২ ॥

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ-মালা ;
পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা !
নমি' পদতলে,
ভ[illegible] বলে,
"সকলে[illegible]র হ[illegible]র্ত্তা তুমিই একালা !" ২৩ ॥

জটী বলে "আমি হ'ব পুরোহিত!"
তাল-বেতালেরে বলে "লয়ো এ'স আমার সহিত
বন্দি এ মানবে ;"
দুই সে দানবে
কবিরে ধরিয়া-লয়ো হ'ল তিরোহিত॥ ২৪ ॥

কাপালিক, ভৈরব যাহার নাম,
কবিরে লইল আপনার হাতে, ছাড়াইয়া গ্রাম।
ভোগবতী কূলে
অশ্বত্থের মূলে
রসি-দিয়া কসি' বাঁধে শরীর সুঠাম॥ ২৫ ॥

বন্ধন-জ্বালায় হয়ো জর-জর,
পাশ মোড়া দেয় কবি, মাত্রা বাড়াইয়া পর-পর।
কষ্ট সে, কেবল
নষ্ট করে বল,
ব্যথায় নয়ন-বারি ঝরে দর-দর॥ ২৬ ॥

বলে কবি "আর গো ভরসা নাই,
হে মায়া-জননি ডাকি তোমায়, চরণে দেও ঠাঁই!
অন্তিম সময়ে,
কোথা গো অভয়ে!
কাতর পরাণ মোর কাঁদিছে সদাই॥ ২৭ ॥

পড়িয়াছি যে ঘোর দারুণ ফাঁদে
মরি তাহে দুঃখ নাই! সে জন্য তত না প্রাণ কাঁদে!
হৈনু যা'র লাগি
এ যন্ত্রণা-ভাগী,
দেখিতে-পেলেম না রে তা'র মুখ-চাঁদে! ২৮॥

একবার দেখিতাম মুখ তোর,
মরিতাম মনোসুখে, সে ভাগ্য হ'ল না আর মোর!
মায়ের কৃপায়
এড়াইব দায়,
খেদ কিন্তু রয়্যে-গেল এ-জনম-ভোর!" ২৯॥

সহজেই ভীষণ সে নাগ-লোক!
রবি-শশি-তারার নাহিক নাম! যে কিছু আলোক
চিতার অঙ্গার
করে উদগার,
আঁধার তাহাতে উঠে রাঙাইয়া চোক॥ ৩০॥

শ্মশান-প্রদেশ তাহে নিদারুণ!
ঝাঁকে ঝাঁকে শৃগাল হাঁকিয়া-যায়, কাঁদি' সকরুণ!
বেগে জিনি বায়,
লোল জিহ্বায়
উল্কা-মুখী চলি'-যায় উগরি' আগুন॥ ৩১॥

নদী-কূলে, শব্দ করি' কট্-মট্
শিবায় চিবায় শব, অস্থি করি' উলট্-পালট্।
অল্প পেয়ে চাড়
ভাঙ্গি' পড়ে পাড়,
ছাড়ি' শব, ভাগে সব, ভাবিয়া সঙ্কট ॥ ৩২ ॥

পাতি' এক শব, বসিল ভৈরব !
কপাল-করক ভরি' পুরা-মাত্রা লইয়া আসব,
সযতনে ধরি',
মন্ত্র-পূত করি',
একটি চুমুক-দানে নিঃশেষিল সব ॥ ৩৩ ॥

শবের সে বুকের উপরে চড়ি',
মুখে ঢালি'-দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি' পড়ি'।
ক্ষণে ক্ষণে শব
করে আর্ত্ত-রব;
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, উঠে ধড়-মড়ি' ॥ ৩৪ ॥

ভৈরব করিতে-থাকে মন্ত্র-জপ ;
মর-মর শবদ করিয়া-উঠে শ্মশান-পাদপ
রহিয়া রহিয়া ;
মাঠ-মধ্য-দিয়া
আলেয়া চলিয়া-যায় করি' দপ্ দপ্ ॥ ৩৫ ॥

লোল জিহ্বা নাড়িছে বীভৎস-রস ;
ঘেরিয়া-ঘেরিয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস।
মৃত নাড়ি-ভুঁড়ি,
করে ছোড়া-ছুড়ি ;
মেদ-রক্ত পান করে কলস-কলস ॥ ৩৬ ॥

ছিঁড়ি’-খুঁড়ি’ শবের চরণ-হস্ত,
ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি’ ধরি’ চিবায় সমস্ত।
গা-বাহিয়া রস
পড়ে টস্ টস্ ;
নব শব অন্বেষণে, পুন’ হয় ব্যস্ত ॥ ৩৭ ॥

সাধকে ছলিতে-এ’ল বিভীষিকা ;
মুখে ঝাঁপ-দিয়া পড়ে হইয়া বাদুড় চামচিকা।
হয়ে এক কাক
ছাড়ি’ যায় ডাক,
পায়ে সুড়-সুড়ি দেয় হইয়া মূষিকা ॥ ৩৮ ॥

হয়ে সিংহ নাড়িয়া-[illegible]ড়ায় জটা ;
থমকিয়া হাই তুলে, পরকা[illegible] দশনের ছটা !
কভু হয়ে বাম
করে ভাগ-বাগা,
আরম্ভে তাহার প[illegible]রজন-ঘটা ॥ ৩৯ ॥

তখন সে কাপালিক, নষ্ট লোক,
বেতালেরে ইঙ্গিতিল "নর-বলি উপস্থিত হো'ক্।"
ডাকি' বলে পুন'
"শুন! শুন! শুন!
নড়িও না, যতক্ষণ পড়ি আমি শ্লোক॥" ৪০॥

জয় দেবি ভয়ঙ্করী!
নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!
ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা!
দিগম্বর-বুকে দু-পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!
জল-স্থল-রসাতল
পদ-ভরে টলমল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল,
বিদ্যুতয়ে ভরবাল,
সিংহ-নাদ পলকে-পলকে! ৪১॥

রক্তে-রক্ত মহা-মহী!
রক্ত ঝরে অসি বহি'!
রক্ত-ময় খাঁড়া লক-লকে!
লোল জিহ্বা রক্ত-ভুখে!

ক্ষত অঙ্গ শত-মুখে
রক্ত বহে ঝলকে ঝলকে।
উর' কালি কপালিনী!
উর' দেবি করালিনী!
নরবলি ধর' উপহার!
উর' জলধর-নিভা!
উর' লক-লক-জিভা!
পুর' বাঞ্ছা সাধক-জনার॥" ৪২॥

রম্ ঝম্ রম্ ঝম্ শব্দ উঠে!
ভূত-প্রেত-পিশাচ দাঁড়ায় সবে, যোড় কর-পুটে!
আইল কালিকা
কপাল-মালিকা,
বজ্র-মেঘে, রক্ত-জিভা, সন্ধ্যা-রাগে ফুটে॥ ৪৩॥

বিলসিছে বিশদ রদন-পাঁতি,
রজত বিজলি যেন খণ্ডিতেছে অন্ধকার-রাতি।
কাল-রাত্রি-ভীমা
মুখের প্রতিমা,
নয়ন-রক্তিমা তাহে অরুণের ভাতি॥ ৪৪॥

ঘোর বিপদ হেতায়
কবির মাথায়
পড়ে পড়ে, মায়া-মায়ে ডাকে কাতর প্রাণী।

"এ যে পিশাচের ভূমি!
কোথা গো মা তুমি!
কা'র কাছে কাঁদিব! কে শুনে কাহার বাণ

ডাকি তোমায় হে মায়া
দেও পদ-ছায়া!
রসাতলে পড়্যে-আছি হয়্যে চেতন-হারা!
আর কাহকে জানি না
কভু, তোমা-বিনা;
তুমি মোর বিপথ-গহনে অচল-তারা॥ ৪৬॥

দেহ তেয়াগিয়া যাই
তাহে দুখ নাই!
কাঁদি কেবল, ধরিবার লাগি চরণ-তরী।
সেই স্নেহের বদন
অভয়-সদন,
একটিবার দেখাও জননি, দেখিয়া মরি!" ৪৭॥

নিরখিল সম্মুখে অবাক্ মানি'
কৃপাময়ী মুরতি! ভাবিল কবি সাক্ষাৎ ভবানী।
বাহন নধর
নব-জলধর,
পশু না পক্ষী না, পাছে ক্লেশ পায় প্রাণী॥ ৪৮॥

তির্য্যগ্নী, ম্লান কিন্তু মুখাভাস ;
ত-দিয়া বসি', ফেলিছেন আকুল-নিশ্বাস।
আছেন আছেন
নয়ন মোছেন,
করুণা ইহাঁর নাম ত্রিদিবে নিবাস ॥ ৪৯ ॥

বলিল করুণা-দেবী "বৎস মোর,
যার ডোরে বাঁধিতে না পারে কভু দৈত্য দানা ঘোর,
কু-গ্রহ না চাহে,
সন্তাপ না দাহে,
হাতে তোর বাঁধি' দিনু এই রাখি-ডোর ॥" ৫০ ॥

এত বলি' হরি'-লয়্যে দুঃখ-শোক,
আঁখির বরষা-মাঝে বিতরিয়া ভরসা-আলোক,
বাঁধি'-দিল রাখী ;
বন্দি-সহ শাখী
এড়াইল অমনি কাপালিকের চোক ॥ ৫১ ॥

না দেখিয়া সে বন্দি, না সে অশ্বথ,
বেতালে ডাকিয়া-বলে কাপালিক ভগ্ন-মনোরথ
"কোন্ দুষ্ট আজ,
করিল এ কাজ!
বন্দির ত রাখি নাই পলা'বার পথ! ৫২ ॥